দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 05 AUG 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

৫

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা এবং পরীক্ষা পদ্ধতি প্রসঙ্গে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমীপে

আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত মোমেনশাহী আইন মহাবিদ্যালয়ের প্রিলি পরীক্ষার ফলপ্রার্থী। ১৯৯২ সালের প্রিলি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৯৯৪ সালের অক্টোবরে। আজ প্রায় ১০ মাস গত হতে চলছে এখনও ফল প্রকাশ হয়নি। অথচ দেখা যাবে, ফল প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে ফরম পূরণ এবং দুই মাসের মধ্যেই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ফলে সময়ের স্বল্পতার কারণে আমাদের অনেকের ভাগ্যে জোটে ব্যর্থতা। শোনা যাচ্ছে, ঢাঃ বিঃ কর্তৃপক্ষ নাকি আইন পরীক্ষাসমূহের দায়িত্ব জাতীয় বিঃ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করবেন বা করছেন। ঢাঃ বিঃ কর্তৃপক্ষের সমীপে বিনীত নিবেদন আসন্ন ফল প্রকাশে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী অকৃতকার্য বিষয়সমূহসহ ফাইনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেয়া হয়। যথাসময়ে ফল প্রকাশের ব্যর্থতার কারণে সেশন জটের ঘুরপাকে আমরা জীবনের অনেক বছর হারিয়েছি।

শ্যামল, রেজাউল, কামরুল
মোমেনশাহী ল' কলেজ।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমীপে

আমরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯৪ সালের অনার্স (সনাতন) পরীক্ষার্থী। উল্লেখ্য, আমরা ১৯৯১-৯২ সেশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ভর্তি হই। পরবর্তীতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণের ভার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে নিয়ে নেয় এবং সাবসিডিয়ারি পরীক্ষা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দেই। ১৯৯১-৯২ সেশনের ছাত্রছাত্রীদের অনার্স (সনাতন) ফাইনাল পরীক্ষা ১৯৯৫ সালের ২২ জুন হবার কথা ছিল। কিন্তু আমাদের কোর্স শেষ না হবার দরুন পরীক্ষা পিছানোর দাবি জানানো হয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে। পরে এ দাবি মেনে নিয়ে ১৯৯৫ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হয়। এই তিন মাস পিছানোর কারণে শুনতে পাচ্ছি আমাদের পরীক্ষা নাকি এক মাসেই শেষ করা হবে। অর্থাৎ সপ্তাহে ২টি করে পরীক্ষা নেয়া হবে। যদি সপ্তাহে ২টি করে পরীক্ষা নেয়া হয় তাহলে আমাদের পরীক্ষা দেয়া কঠিন হয়ে পড়বে। কারণ সনাতন পদ্ধতিতে একটি পরীক্ষার আগে ২/৩ দিন বন্ধে অনার্স পরীক্ষা দেয়া সম্ভব নয়। প্রত্যেকটি বিষয়ের পরীক্ষার আগে কমপক্ষে ৭ থেকে ১০ দিন রিভিশনের জন্য সময় দেয়া উচিত। ডিগ্রী পরীক্ষায় একটি পরীক্ষার আগে ৫/৭ দিন পর্যন্ত বন্ধ থাকে। তাই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন, প্রতিটি পরীক্ষার আগে যেন কমপক্ষে এক সপ্তাহ সময় রেখে রুটিন করা হয়।

মোঃ মাইন উদ্দীন আহমেদ দিলু
সম্মান পরীক্ষার্থী (গণিত)
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ
ঢাকা।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমীপে

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের স্মারক নং জাতীয় বিঃ/পরী-৫৬৬ (৩০০০)/৯৫, তাং ১৪-৪-৯৫ইং মোতাবেক পরীক্ষা বিধানে জানা যায় যে, ১৯৯৪ সালের ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষায় অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রীরা চলতি বছরে পুরনো সিলেবাসে পরীক্ষা দিতে পারবে না। এতে করে ছাত্রছাত্রীদের একটি বছর নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। কারণ ৩/৪ মাসে নতুন সিলেবাসে লেখাপড়া করে ভালভাবে পাস করা ছাত্রছাত্রীদের জন্য বেশ কঠিন ব্যাপার। উল্লেখ্য, ১৯৯৬ সালে পুরনো সিলেবাসে পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তাহলে উক্ত সিলেবাসে ১৯৯৫ সালে পরীক্ষা দিলে কর্তৃপক্ষের অসুবিধা কোথায়? বলাবাহুল্য, পরীক্ষার ফল প্রকাশের সময়ও কোন প্রকার বিবেচনা না করে গ্রেস বা কম্পার্মেন্টালের সুযোগ না দিয়ে তাদের অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। বহু ছাত্রছাত্রী ৫/৬ নম্বর কম পেয়ে অকৃতকার্য হয়েছে। সুতরাং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আকুল আবেদন, চলতি বছরেই নতুন সিলেবাসের সাথে আলাদাভাবে পুরনো সিলেবাসের প্রশ্ন সরবরাহ করে পরীক্ষা নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মহামূল্যবান একটি বছর নষ্ট না করে তাদের উচ্চ শিক্ষার পথ সুগম করুন।

আবদুল্লাহ আল আমিন (বিপ্লব)
কলেজ গেট
গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমীপে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ পরীক্ষা (ডিগ্রী পাস ও সাবসিডিয়ারি পরীক্ষা-১৯৯২) সালে অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাপনায় ডিগ্রী পাস ও সাবসিডিয়ারি পরীক্ষা-১৯৯৩ গ্রহণ এবং উক্ত পরীক্ষায় রেফার্ডপ্রাপ্তদেরকে পুনরায় পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ প্রদান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রশংসনীয় সিদ্ধান্ত। এখানে আরও একটি বিষয় বিবেচনায় আনা উদারতার পরিচায়ক হবে বলে মনে করি। রেফার্ডপ্রাপ্তদের সঙ্গে অথবা পৃথকভাবে আর একটি বিশেষ ব্যবস্থাপনায় অকৃতকার্য, বহিষ্কৃত এবং স্থগিতসহ ছাত্রছাত্রীদেরকেও পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দিলে হাজার হাজার হতাশাগ্রস্ত ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবক উপকৃত হবেন। যেহেতু তাদের ডিগ্রী ১৯৯৪ এবং ১৯৯৫ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অন্য কোন উপায় নেই। মফস্বলের কেন্দ্রগুলোতে অনেক সময় হালকা কোন কোরণে কিংবা দলীয় কারণেও বহিষ্কারের ঘটনা ঘটে থাকে। ঐতিহ্যবাহী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর পাস কোর্সের ডিগ্রী পরীক্ষা নেবে না। সর্বশেষ সুযোগ হিসাবে একটি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি কামনা করছি।

মোঃ আনোয়ারুল ওয়াদুদ
দৌলতপুর, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।